রাজধানীতে জঙ্গি ক্যাসেটের ছড়াছড়ি

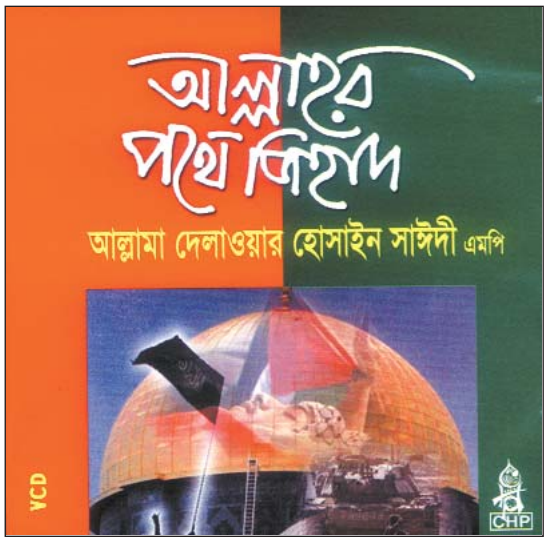

রিপোর্ট **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

'বিন লাদেনের ডাক ওই শোনা যায়, আয়রে ছুটে তোরা শহিদী নেশায়,' কিংবা 'মোল্লা ওমর ডাক দিয়েছে, খোদার পথে এসো জীবন বিলাই' - এ ধরনের পঙতি সম্বলিত ক্যাসেট এখন দেশের বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্যাসেটের সঙ্গে আছে জিহিদ বই ও পত্র-পত্রিকা। এসব বই ও ক্যাসেটে বিন লাদেন এবং তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের পথ ধরে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ওসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমরকে বীর সিপাহসালার , মানবতার মুক্তির বাহক প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে। রোহিঙ্গা জঙ্গিদের চাঙ্গা করা এবং পাহাড়ি উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সরেজমিনে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাজধানীতে বাংলাদেশে তালেবানের সমর্থনে যে পত্রিকাটি বের হচ্ছে সেটির নাম মাসিক রহমত। এ সম্পর্কে জিহাদি বইয়ে লেখকরা হলেন মাওলানা সগীর বিন এমদাদ, মুফতি মোঃ রফি উসমানী, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন খান ও মাওলানা মাসুদ আজহার। আর জিহাদি ক্যাসেট বের করছে রণাঙ্গন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, তালেবান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ধামাকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি ও রহমানিয়া সঙ্গীত ভুবন।

এসব ক্যাসেট এবং বই ঢাকার মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ মার্কেট, ফরিদাবাদের ঢালনগর ও যাত্রাবাড়ীর জামিলা ইসলামিয়া মাদানিয়ার পাশের লাইব্রেরি। এছাড়া বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ গেটের দোকানগুলোতে এসব বই বিক্রি হচ্ছে।

এসব বই ও ক্যাসেটগুলোতে রক্তস্নাত জিহাদি ঐতিহ্যকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি জঙ্গিবাদকে উসকে দেয়া হচ্ছে। 'তালেবান হও আগুয়ান, উড়িয়ে দাও এ কুফরি শাসন।' বর্তমানে বাজারে আসা উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি গোষ্ঠীর একটি অডিও ক্যাসেটের গানের পঙক্তি। রণাঙ্গন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ব্যানারে 'তালেবান' নামক ক্যাসেটটি বাজারে এসেছে কয়েক দিন আগেই। ক্যাসেটটির 'এ' পিঠের শেষের গান 'আমরা জিহাদ করে ইসলামী শাসন কায়েম করবই।' 'বি' পিঠের পঞ্চম গান 'ইসলামী জিহাদের মৃত্যু নেই' প্রভৃতি গান দিনে মানুষকে অস্ত্রের মাধ্যমে ধর্মের পথে আকৃষ্ট হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ক্যাসেটটির 'এ' পিঠে 'আমাদের অভিযান তাগুদের 'বিরুদ্ধে'। 'বি' পিঠে 'ওসামার অভিযান'। গানের কলিতে খ্রিষ্টান ইহুদি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রণাঙ্গন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ব্যানারে এ পর্যন্ত ২০টির মতো ক্যাসেট বের হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্যাসেটগুলো হলো- তালিবান, ডাক এসেছে, আবাবীল, অ্যাকশন, ভাঙো নিদ, সিপাহসালার, হুশিয়ার, নকীব, দে সাড়া দে, গর্জন, হুঙ্কার ও অভিযান। রণাঙ্গনের শিল্পীরা বাংলাদেশের তালেবান বলে নিজেদের দাবি করেছে।

এধরনের ক্যাসেটের কভারে ক্যাসেটটির কভারে ক্যালশনিভক, একে-৪৭, রকেট লাঞ্চার, আফগানিস্তানের মরুভূমির মধ্য দিয়ে ট্যাংক এবং বোমারু বিমানের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে কোথাও ঠিকানা, শিল্পীর নাম, প্রযোজনা সংস্থা এবং টেলিফোন নম্বর দেয়া হয়নি যা থেকে বোঝা যায় জঙ্গী তৎপরতার মূল উৎস গোপন রাখাই উদ্দেশ্য।

ক্যাসেটগুলোর গানে তালেবানি শাসন ব্যবস্থাকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি জাতিগত দ্বন্দ্ব উসকে দেয়া হয়েছে। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা

কায়েম করার আহ্বান জানানো হয়েছে। চাকমা, মগ, মুরং উপজাতিদের অস্ত্র দিয়ে কচুকাটা করে রোহিঙ্গা মুসলমানের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে। কাদিয়ানি, দেওয়ানবাগী পীরের ভন্ডামির চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের ঘোষণা করা হয়েছে কাফের। গণতন্ত্র সকল শোষণের মূল, এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উগ্র জঙ্গি মৌলবাদকে শান্তি এবং স্থিতিশীলতায় একমাত্র গ্যারান্টি বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। 'আমরা সবাই তালেবান হবো বাংলাদেশকে আফগান করবো', অথবা 'আমরা সবাই তালেবান বাংলা হবে আফগান' প্রভৃতি উত্তেজক স্লোগান প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বায়তুল মোকাররম জামিয়া অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টারের পরিচালক মোঃ ছাজিদুর রহমান ইউনুস জঙ্গি অডিও ক্যাসেট প্রসঙ্গে বলেন, 'মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্ররাই মূলত এ ক্যাসেটের ক্রেতা। এসব ক্যাসেট দ্বারা ইসলামী চিন্তাধারা বিকশিত হচ্ছে। মানুষ গোনাহের কাজ পরিহার করে দ্বীনের পথে আসছে।'

ঢাকার মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ সুপার মার্কেটের নূর-এ মদিনা লাইব্রেরির ক্যাসেট বিক্রেতা মহিউদ্দিন বলেন, 'ক্যাসেটগুলো চলে ভালো তাই বিক্রি করি।

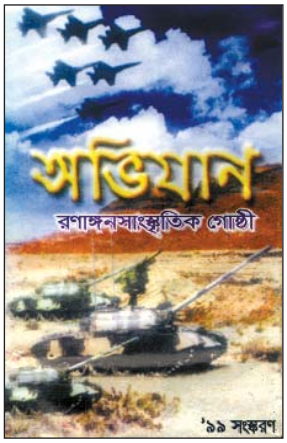

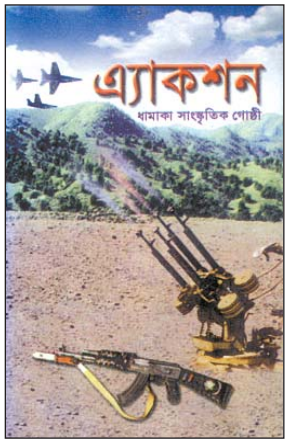

কোথাও ঠিকানা, শিল্পীর নাম, প্রযোজনা সংস্থা এবং টেলিফোন নম্বর দেয়া হয়নি যা থেকে বোঝা যায় জঙ্গী তৎপরতার মূল উৎস গোপন রাখাই উদ্দেশ্য

এর সঙ্গে জঙ্গিবাদ জড়িয়ে আছে কি না জানি না।'

মাওলানা নূরুল ইসলাম যশোরী বললেন, 'মার্কিনিরা সারা বিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচার করছে। মুসলিম জাতিকে ঘুম ভাঙানোর জন্য এ ক্যাসেটগুলো নিশ্চয় বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে। ওসামা বিল লাদেন আমেরিকার দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী হলেও আমাদের মুসলমানদের দৃষ্টিতে নয়। মুসলমানদের দৃষ্টিতে মূল সন্ত্রাসী জর্জ বুশ। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য তার বিচার হওয়া উচিত।'

জঙ্গী-জেহাদী প্রচারণামূলক এসব ক্যাসেট ও বইপত্র বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গীদের তৎপরতার যে কতোটা গভীর হয়ে উঠেছে তাই প্রমাণ করছে। সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এসব উস্কানীমূলক ক্যাসেট ও বইপত্রের প্রচার ও প্রকাশ বন্ধ করা না গেলে সামনে আরো বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে বাংলাদেশকে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পত্র মিতালীতে ইচ্ছুক- ঢাকার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা লিখ। - রনি, বক্স নং- ৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

Happy Birthday to Rain on 8th May. Hey! Buddy, How r u? searcher_pal@yahoo.com.

***

একজন সাহসী, মায়াবতী, অপরূপা প্রবাসী রমণীর জন্য। আমি একজন পারিবারিক প্রতিবন্ধী। বর্তমানে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি। আমি একজন সাহসী, মায়াবতী, অপরূপা, প্রবাসী রমণীর জন্য অপেক্ষা করছি। যে আমায় আমার এই প্রতিবন্ধী জীবনের কষ্ট, যন্ত্রণা, দুঃখকে ভুলিয়ে তার ভালোবাসার শাড়ির আঁচলের ছায়ায় সারা জীবন জড়িয়ে রাখবে। আমার চোখের নোনা জল মুছিয়ে দিয়ে তার কাছে নিয়ে যাবে। সেই মায়াবতীকেই লেখার অনুরোধ করছি যার বয়স ২৫-২৭-এর মধ্যে। -Sagar, d-27, Block-E, Zakir Hossain Road, Mohammadpur, Dhaka-1207.